Gowri Shankar

গৌরীশঙ্কর কাশ্যপ

প্রশ্ন ঃ আপনার নামটা একটু বলুন।

উত্তর ঃ গৌরীশঙ্কর কাশ্যপ।

প্রশ্ন ঃ আপনি কিভাবে এখানে এলেন?

উত্তর ঃ বাবা যখন মারা যায় তখন আমরা ছোট ছোট বাচ্চা। কাজের জন্য তখন এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াই। এখন এইখানে আছি মোটামুটি ৩০০০ টাকা বেতন পাই। খুব একটা সুবিধা হয় নাই। চারটা মেয়ে, একটা ব্যাটা। লেবারের কাজ করে কখনও আসে। কখন আসে না।

প্রশ্ন ঃ আপনারা কতসালে এখানে এসেছিলেন?

উত্তর ঃ ১৯৪৭-৪৮ তে চলে এসেছিলাম। পাকিস্থানের রায়েটের সময়। এখানে চলে এসেছি।এখানে আমাদের গাঁয়ের লোক থাকতো। উনাদের নিজের কোলিয়ারি ছিল। গাঁয়ের লোক আসানসোল থাকতো। চোপয়ার কোলিয়ারি ছিল। উয়ারা মাঝে গ্রামের থেকে যত মানে জাতিভাই ছিল কমসে কম পাঁচ সাত ঘর ছিলাম আমরা নিজের লোক। আমরা একখানা ভাড়াটারা নিয়ে থাকলাম। তখন থেকে আমরা চোপরার উখানে কাজ করতাম। তারপর ন্যাশেনালাইজ হয়ে গেল তখন আমরা ইদক সিদিক ঘুরতে লাগলাম।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি চোপরার কোলিয়ারিতে কাজ করতেন?

উত্তর ঃ না, না আমার বাবা কাজ করতো। আমরা তখন ছোট ১০ বছরের।

প্রশ্ন ঃ বাবা কি ধরণের কাজ করতেন? আপনাদের খাওয়া পরার অবস্থা কেমন ছিল?

উত্তর ঃ অবস্থা ভাল ছিল নাই। চোপরার তখন প্রাইভেট ফার্ম। ঐ বেতনে আমরা ৩-৪ জন ছিলম। বাবা মা ও আমরা দুজন ছিলম। কখনো সপ্তায় পয়সা পেতাম কখনও পেতাম নাই। এখন পর্যন্ত সেই অবস্থায় চলছে।

প্রশ্ন ঃ বাবা কোলিয়ারিতে কি কাজ করতেন?

উত্তর ঃ গাড়ি লোড করতো, ওয়াগান লোড করতো।

প্রশ্ন ঃ লেবার দিয়ে? লেবারদের দেখাশোনা করতেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ।

প্রশ্ন ঃ গ্রামের বাড়ি থেকে আপনাদের সবাই চলে এসেছিলেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, রায়েটের সময়।

প্রশ্ন ঃ আর কখনো গ্রামের বাড়িতে গেছেন?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ কোন সম্পর্ক আছে?

উত্তর ঃ না। রাস্তাও জানি নাই। বাবা কখন কোন রাস্তা দিয়ে নিয়ে এসেছে।

প্রশ্ন ঃ বাবা কোলিয়ারিতে কতদিন কাজ করেছেন?

উত্তর ঃ ১০-১২ বছর। তারপরে মারা পড়লেন ক্যান্সার হয়েছিল। গলায়।

প্রশ্ন ঃ আপনি কবে কাজ শুরু করলেন?

উত্তর ঃ বাবা যখন মারা পড়লো তখন আমি দেড় টাকা হাজিরিতে পিওনের কাজ করতাম কোলিয়ারিতে। সাহেব বলল -- তুই করবি? ডাক নিয়ে আসবি। অপিসে রেখে চিঠি দিয়ে ঘুরে বেড়াবি। সেই ক'বছর করলাম। তারপর তাগড়া হলাম। গাড়ি ফারি শিখলাম। গাড়ি চালাতে শুরু করলাম।

প্রশ্ন ঃ গাড়ি কবে থেকে চালাচ্ছেন?

উত্তর ঃ ৬২ সাল থেকে (১৯৬২)।

প্রশ্ন ঃ কিসের গাড়ি কয়লা?

উত্তর ঃ প্রাইভেট গাড়ি ইট, বালি। পারমানেন্ট চাকরি নাই। তখন বেতন ১২৫-১৫০ এমনি।

প্রশ্ন ঃ কোলিয়ারির চাকরি ছাড়লেন কেন?

উত্তর ঃ কোলিয়ারি আগে তো বাংকোলায় ছিলাম। তখন ইউনিয়ন হল -- ঝুট ঝামেলায় একটা লোক মারা গেল। লিডার-ফিডার সব এলো তখন কোলিয়ারির আমল তো? উহারা সব গুণ্ডা-ফুণ্ডা নিয়ে আনল।

প্রশ্ন ঃ কারা গুণ্ডা আনল?

উত্তর ঃ মালিকরা আনল -- সব কোলিয়ারিতেই এক অবস্থা ছিল। মারপিট হল। একজন মরে গেল।

প্রশ্ন ঃ মারপিট কেন হয়েছিল মনে আছে?

উত্তর ঃ না। ইউনিয়নের ঝামেলা ছিল। গুণ্ডারা ইউনিয়ন করতে দিলো না। একটা লোক মারা পড়লো। তখন মা বলল -- কোলিয়ারিতে চাকরি করতে হবেক নাই, ওখানে ঝামেলা হবেক। তুই বাবা উদিকে চল -- তখন থেকেই গাড়ির কাজ ধরলাম।

প্রশ্ন ঃ রোজই এখানে ঝামেলা হতো?

উত্তর ঃ রোজই উহাদের কোন না কোন মিটিং হতো, ইউনিয়নের?

প্রশ্ন ঃ যখন কোলিয়ারিতে কাজ করতেন তখন কোলিয়ারির শ্রমিকদের অবস্থা কেমন ছিল? অ্যাক্সিডেন্ট বা - - - ?

উত্তর ঃ পার্টিবাজী। এই দিতে হবেক ওই দিতে হবেক। মা বলল -- না থাকতে হবেক নাই।

প্রশ্ন ঃ পার্টি কারা করত?

উত্তর ঃ লেবার, বিহারী-টিহারি সবাই ছিল।

প্রশ্ন ঃ সেখান থেকে কোথায় গেলেন?

উত্তর ঃ বাঁকুড়ায় সাটেল কারের অপারেটার কাজ করতাম।

প্রশ্ন ঃ আপনি খাদে কাজ করতেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ।

প্রশ্ন ঃ দূর্ঘটনা দেখেছিলেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ।

প্রশ্ন ঃ প্রায়ই হত?

উত্তর ঃ একজন তো ঘুমাই ছিল। উখানে তো লাইটের কোন ব্যবস্থা নাই কেবল গাড়ির লাইট। সাইডে কোথায় ঘুমাই ছিল - গাড়ি উপর দিয়ে

চলে গেল। তারপর মাইনিং সর্দার এল ও তুলাতুলি করল।

প্রশ্ন ঃ এরকম কি প্রায়ই হত?

উত্তর ঃ প্রায়ই নয়। যখন যেমন হত বছরে।

প্রশ্ন ঃ খাদে কাজ করতে আপনার ভাল লাগতো?

উত্তর ঃ ভাল লাগত মানে ডিউটি ডিউটিই। পেটের জন্য তো কাজ করতেই হবেক না করে তো উপায় নেই।

প্রশ্ন ঃ আপনার খাদে ভাললাগতো না পরে গাড়ি চালাচ্ছেন সেটা ভাল লাগতো?

উত্তর ঃ খাদেই ভাল ছিলাম। আট ঘন্টা ডিউটি করতাম কেউ বলার লোক নাই বাড়ি চলে আসতম। এখনও তাই ডিউটি করি বাড়ি আসি।

প্রশ্ন ঃ আপনারা যখন চোপড়ার ওখানে ছিলেন তখন কি ওখানে বিহার, ইউ পির লোকরাও ছিল?

উত্তর ঃ সব ছিল একসাথে।

প্রশ্ন ঃ কোন উৎসবে আপনারা সবাই একসাথে - - - ?

উত্তর ঃ না। উড়িয়া ছিল, সবাই নিজের কাজ করতো।

প্রশ্ন ঃ আপনারা যে সবাই একসাথে থাকতেন আপনাদের নিজেদের মধ্যে মেলামেশা ছিল? বিহার, ইউ পি - - - - বিহারের কারো বাড়িতে বিয়ে হচ্ছে ডাকলো আপনারা যেতেন?

উত্তর ঃ কোলিয়ারির মালিক তো একই ছিল। মনে করুন মালিক বলল — যাও ভাই ওর বাড়িতে বিয়ে হচ্ছে। তোমার রিলেটিভ তখন যেতাম। আগে তো সব মালিকরাই করত। মনে করুন আমার মেয়ের বিয়া — মালিককে বললাম এই রকম এই রকম ব্যাপার। মালিক বলল — লে রে লে ২০০০ টা লে। বিয়াটা দিয়ে লে তারপর দেখা যাবেক।

প্রশ্ন ঃ এটা কি সবার জন্য করতো?

উত্তর চোপড়া সবারই জন্য করতো। যদি মনে করুন — আপনার কোন অসুবিধা চলছে, আপনি গিয়ে বললেন সার, আমার চলছে নাই। বলতো আচ্ছা এক হপ্তা পর আসবি দেখা যাবেক। তখন তো সবাই খাদে কাজ করতো। চোপড়া নিজে খাদে নামে যেতো দেখতো তারপর যেতো। দেখাশুনা উ নিজেই করতো। সকালে যেতো সন্ধ্যায় আসতো।

প্রশ্ন ঃ এই কি শুধু গাঁয়ের লোকের জন্য করতো না সবার জন্য করতো?

উত্তর ঃ সবার জন্য।

প্রশ্ন ঃ চিকিৎসার জন্য দরকার হলে কি করতো?

উত্তর ঃ কোলিয়ারিতে ডাক্তার ছিলো যদি কারো চোট-ঘাট লাগলো তো ডাক্তারের কাছে চলে আসতো। যদি বেশী হল তো কালনা হাসপাতালে চলে যেতো। তখন প্রাইভেট আমল তারপর ন্যাশেনালাইজ হল তখন সব চলে গেলো।

প্রশ্ন ঃ কেন ন্যাশেনালাইজ হওয়ার পর তো শ্রমিকদের অনেক মাইনে বেড়েছে?

উত্তর ঃ আমি যাই নাই।

প্রশ্ন ঃ কেন?

উত্তর ঃ ভয়ে যাই নাই। তখন গাড়ি চলতো।

প্রশ্ন ঃ কিসের ভয়?

উত্তর ঃ ঝুট ঝামেলা করে লাভ নেই -- সিধা রাস্তায় যাবো সিধা রাস্তায় ঘর চলে আসবো।

প্রশ্ন ঃ আপনার কখনো মনে হয়নি ই সি এল গেলে ভালো হতো?

উত্তর ঃ না। আগে তো ই সি এল-এ কাজের জন্য মানুষকে ধরে নিয়ে যেতো। বলতো — ভাই চল আমাদের উখানে কাজ করবি। সবাই যেতে চাইতো নাই। ঝামেলাকে ভয় পেতো।

প্রশ্ন ঃ ধরে ধরে খাদে নামাতো?

উত্তর ঃ হ্যাঁ।

প্রশ্ন ঃ অনেকে নাকি পালাতো?

উত্তর ঃ হ্যাঁ।

প্রশ্ন ঃ এরকম দেখেছেন আপনি?

উত্তর ঃ ধরুন আপনার কাছে আছি আপনি যদি ভালো করে না দেখাশোনা করেন তাহলে তো পালাবেকই। আজ আমার হল না রাত্রেই মেয়াছেলা নিলম চলে গেলম। অন্য কোলিয়ারিতে চলে যেতো।

প্রশ্ন ঃ যেখানে ভালো ব্যবহার পেতো সেখানে চলে যেতো?

উত্তর ঃ হ্যাঁ।

প্রশ্ন ঃ কয় ছেলে-মেয়ে আপনার?

উত্তর ঃ চারটে মেয়ে একটা ব্যাটা।

প্রশ্ন ঃ ব্যাটার বয়স কত?

উত্তর ঃ ১৮-১৯ বছর। এবছরই বিয়ে দিলাম।

প্রশ্ন ঃ কিছু করে?

উত্তর ঃ লেবারের কাজ -- পাণ্ডবেশ্বরে গাড়ির বেলচা করে। ট্রাকে বালি লোড করে।

প্রশ্ন ঃ কত মাইনে পায়?

উত্তর ঃ কোন হিসাব নাই ঠিকাদারী তো।

প্রশ্ন ঃ ফুরনে কাজ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, ৫০-৬০ টাকা করে ট্রিপ প্রতি পাই। ওরা ১০-১২ জন থাকে ২-৩টা গাড়ি লোড করে।

প্রশ্ন ঃ গ্রুপে থাকে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ।

প্রশ্ন ঃ ওদের গ্রুপে কি কোন মুন্সি বা লিডার আছে যার আণ্ডারে কাজ করে?

উত্তর ঃ গাড়ির মালিক আছে, সেই দেখাশোনা করে।

প্রশ্ন ঃ সারা বছর কাজ থাকে?

উত্তর ঃ না, বর্ষায় বন্ধ হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ ভারতের কোথায় কোথায় আপনি গাড়ি চালাতে গেছেন?

উত্তর ঃ গোয়া পর্যন্ত আমি গেছি। পাথরের কাজ ট্যানেল হচ্ছিল, তিলডি

ড্যামে ছ'মাস ছিলাম। ডাম্পার চালাতম।

প্রশ্ন ঃ পরপর বলুন।

উত্তর ঃ দিল্লীতে গেলাম।

প্রশ্ন ঃ কি কাজে?

উত্তর ঃ বালি। ওখান থেকে রাজস্থান পাঠাল। তারপর গোয়া পাঠাল। গোয়ার কাজ শেষ হল তখন রামনগর পাঠিয়ে দিল। তারপর চাষনালা পাঠাল কয়লা বহন করার কাজ। তিন মাস চার মাস পর বেতন দিত। দোকান ওয়ালারা বাড়িতে এসে বসে থাকতো। তখন ছেড়ে দিলাম।

প্রশ্ন ঃ বেতন কত পেতেন?

উত্তর ঃ ১২০০ টাকা।

প্রশ্ন ঃ কেন ছাড়লেন?

প্রশ্ন ঃ একটা মেয়ে দেখবেন চোখটা খারাপ। তখন গেছিলাম অপিস। বলল -- তুমি বেকার পারমিশনে অপিসে ঢুকি গেছো বেরাও এখনই। তখন মনটা খারাপ হয়ে গেলো। ভাবলাম থাক তোমার চাকরি।

তখন আগ্রা থেকে একটা পার্টি এল বলল -- ভাই আমাদের এরকম একজন ড্রাইভারের দরকার, তোমরা ২০-২৫ জন চল। আমাদের ড্রাইভারদের মধ্যে যে হেড ছিল সে দাঁড়াল, বলল --- সাড়ে চার হাজার বেতন নিব আর খাবার ফ্রি। বললাম ঠিক আছে চল। এক বছর না দু'বছর ছিলাম উখানে, উখান থেকে পয়সা কড়ি পাঠাই দিতাম।

প্রশ্ন ঃ কত সালে গিয়েলিন?

উত্তর ঃ ঠিক খেয়াল নাই। উয়াদের কনট্রাক্ট শেষ হয়ে গেলো। চলে এলম। ওরা ব্যাঙ্ক মাধ্যমে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিল। তারপর কর সাহেবের কাছে গেলাম। ম্যানেজার ছিল। বাঙ্গালী। এখন রামনগরে আছে। আমাদের অ্যাটওয়ালের ম্যানেজার। আগে উয়ার আণ্ডারে কাজ করেছি। উয়ার ভাইয়ের কাছে ছিলম চলে এলম। তারপর বিন্দু সাহেবের হাতে পায়ে ধরলাম। বললাম -- স্যার বসে আছি ছোট ছোট বাচ্চা কি করব। বলল -- একমাস পরে আসবি। গেলাম কাজ দিল।

প্রশ্ন ঃ অ্যাটওয়ালে কতদিন ঢুকেছেন?

উত্তর ঃ ২-৩ বছর, প্রথমে রামনগরে ও সি পি-তে কাজ করতাম।

প্রশ্ন ঃ ওখানে কেমন মাইনে পেতেন?

উত্তর ঃ ২৫০০ টাকা।

প্রশ্ন ঃ এখানে কবে এলেন?

উত্তর ঃ দু'বছর আগে।

প্রশ্ন ঃ আগে অ্যাটওয়ালে কাজ করতেন এখন এখানে করছেন। আপনার কি মনে হচ্ছে দুটোর মধ্যে কোনটা ভাল?

উত্তর ঃ এইটা ভাল। তখন তো ওটাতে গেলাম কানা মেয়েটার জন্য। তখন একটু চোখটা ভাল ছিল লেন্স লাগালে ভাল হয়ে যেতো। অপিস থেকে যখন বিনা পারমিশনের ঢোকার জন্য বার করে দিল তখন ভাবলম মালিকই আমাদের দেখছে নাই তখন এখানে কাজ করে লাভ নাই - তাই ছেড়ে দিলম।

প্রশ্ন ঃ এই যে বলছেন মালিক দেখবে না তার কাছে কাজ করব না - আপনি যার যার কাছে কাজ করেছেন প্রত্যেকেই আপনার সুযোগ সুবিধা দেখেছে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ।

প্রশ্ন ঃ এখন যিনি আছেন?

উত্তর ঃ তিনিও, ব্যবহার খুব ভাল।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি এখানেই কাজ করে যাবেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। বরাবর থাকবো।

প্রশ্ন ঃ আপনার এখন বয়স কত?

উত্তর ঃ পঞ্চাশ বছর।

প্রশ্ন ঃ কতদিন হল বিয়ে করেছেন?

উত্তর ঃ ৩০ বছর। (স্ত্রীকে দেখিয়ে) বড় মেয়েটা - ইয়ার দিদি, মরে গেছে, তারপর ই আমার ঘরে কাজ করছে।

প্রশ্ন ঃ তার মানে এর দিদিকে আপনি প্রথমে বিয়ে করেছিলেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ।

প্রশ্ন ঃ ওনার কোন ছেলে-মেয়ে নেই।

উত্তর ঃ তারা সেটেল করে গেছে। একজন পাঞ্জাবে আছে একজন হরিপুরে আছে।

প্রশ্ন ঃ তারা কাজ করছে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। ও ভ্যান চালায়। বলল -- আমাকে ভ্যান কিনে দাও। আমি বললাম যে এখন টাকা আছে।পি এফ-এর টাকা পেয়েছিলাম। পি এফ টাকায় ভ্যান কিনলাম, টিভি কিনলাম।

প্রশ্ন ঃ আপনার বিয়ে কোথায় হয়েছিল?

উত্তর ঃ হরিপুরে।

প্রশ্ন ঃ দিদি কি বাঙালী?

উত্তর ঃ না, আদিবাসী।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের মধ্যে অন্য জাতে বিয়ে করা চলে না? কোন প্রবলেম নেই?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের গ্রাম থেকে যারা এসেছিল তারাও কি অন্য জাতে বিয়ে করেছে?

উত্তর ঃ অনেকে।

আদিবাসী সমাজ আমাকে ভালবাসত।

প্রশ্ন কেন?

উত্তর ঃ ওদের ভাষা বলতে পারি।

প্রশ্ন ঃ ওদের পরবে থাকতেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। ইয়ার দিদি কাকা সব আসে। ওদের কোন কষ্ট হলে আমরা যাই আমাদের কোন কষ্ট হলে ওরা আসে।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের আত্মীয়দের পরব এখনো হয়?

উত্তর ঃ হ্যাঁ।

প্রশ্ন ঃ কি কি হয়?

উত্তর ঃ গুরুদুয়ারা আছে আমরা যাই। ই (স্ত্রী) যায়। ই এখানে মানুষ ইয়াকে কেউ বন্ধ করতে পারে নাই।

প্রশ্ন ঃ শোনপুর কলোনিতে কত বছর হল এসেছেন?

উত্তর ঃ পাঁচ বছর।

প্রশ্ন ঃ ওখানের পুরো গ্রামটাই চলে এসেছে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ।

প্রশ্ন ঃ যখন ই সি এল নিলো তখন কোন ঝামেলা হয়েছিল?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ এই বাড়িটা ই সি এল তৈরী করে দিয়েছে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। যাদের জমি জায়গা ছিল তাদের ই সি এল পয়সা দিল চাকরি দিল।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের জমি জায়গা ছিল না?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের মত আর কতজন ছিলেন যাদের ঘর বাড়ি দিয়েছে।

উত্তর ঃ সাবাইকে দিয়েছে। বেশীরভাগ পাঞ্জাবী কয়েকটা ঘর অদিবাসী।

প্রশ্ন ঃ এই অঞ্চলে আদিবাসী পরব হয়?

উত্তর ঃ মেলা হয়। ঘাগর বুড়িতে।

প্রশ্ন ঃ আপনি পড়াশুনা করেছিলেন?

উত্তর ঃ ক্লাস টু পর্যন্ত। এখানে - - - বাবা পড়াতে পারল না।

প্রশ্ন ঃ আপনার বাবা যখন মারা যান তখন আপনার বয়স কত ছিল।

উত্তর ঃ ১০-১১ বছর।

প্রশ্ন ঃ এখানে কোথায় পড়াশুনা করতেন?

উত্তর ঃ চোপড়াদের ইস্কুল। সবাই পড়াশুনা করত। মাষ্টার রেখে দিয়েছিল। একটা মাষ্টার ছিল।

প্রশ্ন ঃ ন্যাশেনালাইজ হবার পর সমস্ত কোলিয়ারি সরকারী হয়ে গেছে সবাই মাইনে পাচ্ছে সেটা আপনি জানেন? শ্রমিকরা কেমন মাইনে পায়?

উত্তর ঃ জানি না। ওদিকে যাই না।

প্রশ্ন ঃ এই কোলিয়ারি প্রাইভেট না সরকারী জানেন আপনি?

উত্তর ঃ এটা সরকারী নয়। এটা ঠিকাদারী প্রাইভেট। গোয়েঙ্কা থেকে ঠিকা নিয়েছে অ্যাটওয়াল, আসলে আমরা গোয়েঙ্কার আণ্ডারে আছি। অ্যাটওয়াল আছে গোয়েঙ্কার আণ্ডারে।

প্রশ্ন ঃ এটা সরকার কেন করল না?

উত্তর ঃ জানি না।

প্রশ্ন ঃ এটা সরকার করলে কি আপনি আর ভাল মাইনে পেতেন?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ কেন মনে হচ্ছে আপনার?

উত্তর ঃ এখনও তো সরকারের মতোই দেখছি। ইয়ারা তো কোন গোলমাল করে নাই। ৩৮০০ টাকা বেতন আছে ২০০ টাকা বাড়াবেক ৪০০০ হবেক।

প্রশ্ন ঃ কবে বাড়ছে?

উত্তর ঃ এই মাসেই।

প্রশ্ন ঃ কি করে জানলেন?

উত্তর ঃ এগ্রিমেন্ট আছে।

প্রশ্ন ঃ কার সাথে এগ্রিমেন্ট আছে?

উত্তর ঃ বছরে একবার পয়সা বাড়ায়তো । যার যেমন বেতন আছে ১০০ হোক ২০০ হোক ১০ টাকা হিসাবে বাড়াবেক।

প্রশ্ন ঃ সরকারী মাইনে কি এরকম?

উত্তর ঃ সরকারী মাইনের ড্রাইভারের বেতন কম সে কম ৬০০০ টাকা।

প্রশ্ন ঃ আপনার তো সরকারী মাইনের চেয়ে কম?

উত্তর ঃ হ্যাঁ।

প্রশ্ন ঃ আপনার কি মনে হয় এটা সরকার নিয়ে নিলে ভাল হতো?

উত্তর ঃ যে রকম চলছে সে রকমই ভাল। সরকার নিলে আর একটু ভাল হতো কিন্তু চলে যাচ্ছে সবার।

প্রশ্ন ঃ সরকারী কয়লা খনিগুলো কি প্রাইভেট ঠিকাদারের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে -- জানেন?

উত্তর ঃ জানি না। এই জায়গাটা তো পুরোটাই ঠিকা দেওয়া। সরকার থেকে লিজ নিয়েছে গোয়েঙ্কা। গোয়েঙ্কা তারপর ঠিকাদারদের দিয়ে দিয়েছে।

প্রশ্ন ঃ পাশে বেঙ্গল এমটা চলছে শুনেছেন? কাকে দিয়েছে?

উত্তর ঃ উপাধ্যায় ঠিকাদার, জ্যোতিবসুর ছেলে পার্টনার।

প্রশ্ন ঃ বেঙ্গল এমটায় যারা কাজ করে তারা কি অবস্থায় কাজ করে জানেন?

উত্তর ঃ এখন ঠিকই আছে?

প্রশ্ন ঃ আগে ঝুট ঝামেলা হত?

উত্তর ঃ আগে হতো প্রাইভেট আমলে। সব লোক তো বরাবর নেই । প্রচুর লোক চুরি চামারি করত।

প্রশ্ন ঃ ই সি এল-এর কয়েকটা কয়লা খনিতেও ঠিকাদারদের এই যে বলরাম দে ঠিকাদার আছে, বিলপাহাড়ীর একটা কয়লা খনিতে কয়লা তোলার কাজ পেয়েছেন এটা কি আপনি জানতেন?

উত্তর ঃ না। আগে বিলপাহাড়ীতে আমি মালকার্টারদের নিয়ে যেতাম কয়লা কাটার জন্য। বিনোদবিহারী কোলিয়ারি থেকে লোক নিয়ে যেতাম।

প্রশ্ন ঃ ই সি এল-এর নিজের কোলিয়ারি ওরা প্রাইভেট ঠিকাদারদের দিয়ে কাজ চালাচ্ছে -- সেটা আপনি জানতেন না?

উত্তর ঃ না। বাংখোলাতে ও সি পি বলরাম দে চালাচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ কত বছর?

উত্তর ঃ ২-৩ বছর। কয়লা তোলা মাটি তোলার কাজ।

প্রশ্ন ঃ এটা তো ই সি এল-র করার কথা বলরাম দে কিভাবে করছে?

উত্তর ঃ ই সি এল-এর আণ্ডারে করছে?

প্রশ্ন ঃ আপনি কি ভাবে জানলেন বলরাম দে কাজ করছে?

উত্তর ঃ ওখানকার বাসিন্দা আমরা, আমরা জানবো না?

প্রশ্ন ঃ আপনি বাংখোলা যান?

উত্তর ঃ বাংখোলার পাঞ্জাবী - - - আমার বাড়ি।

প্রশ্ন ঃ বলরাম দের আণ্ডারে কাজ করে এখন কারো সাথে যোগাযোগ আছে?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ বড় মেয়ের কত দিন হল বিয়ে হয়েছে?

উত্তর ঃ এই হল।

প্রশ্ন ঃ পাঞ্জাবীর সাথে?

উত্তর ঃ না আদিবাসী।

প্রশ্ন ঃ কত খরচ হল?

উত্তর ঃ কোর্টে বিয়ে হয়েছে কোন খরচ নেই।

প্রশ্ন ঃ রেজিষ্ট্রি করে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। কথাবার্তা হল। সরপঞ্চ ডাকলো মুখিয়া ডাকলো। বললাম — আমরা লেখা পড়া করে বিয়ে দেবো। সরপঞ্চ ও প্রধান সবাই কাগজে লেখাপড়া করে দিয়েছে।

প্রশ্ন ঃ কাউকে খাওয়ান নি?

উত্তর ঃ না, পুঁজিই নেই খাওয়াব কি?

প্রশ্ন ঃ গ্রামের লোক আপত্তি করেনি?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ কেন ন্যাশেনালাইজ করা হয়েছিল বলে আপনার মনে হয়?

উত্তর ঃ বলতে পারবো না।

প্রশ্ন ঃ আপনাকে কখনো মহাজনের কাছে টাকা ধার করতে হয়?

উত্তর ঃ দোকানে ধার হয়। মহাজনের কাছে নিই না, ভয় লাগে।

প্রশ্ন ঃ এখানে মহাজনের উপদ্রব আছে?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ আগে যেখানে ছিলেন সেখানে ছিল?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ আপনি ছুটির দিন কি করেন?

উত্তর ঃ বাড়ির কাজগুলো করি।

প্রশ্ন ঃ গুরুদুয়ারা কবে যান?

উত্তর ঃ প্রতিদিন সকালে। প্রার্থনা হয়, ডিউটি যাবার সময় প্রণাম করে যাই।

প্রশ্ন ঃ এই যে যারা সরকারী চাকরি করেন তাদের সাথে আপনার মাইনের এতো পার্থক্য সেটা কি এমনি থাকবে নাকি একই রকম হবার সম্ভাবনা আছে?

উত্তর ঃ লিডারদের হিসেবে আস্তে আস্তে করবে। ন্যাশানাল পার্টি আছে, কংগ্রেস পার্টি আছে। এইরকম তিন-চারটে পার্টি আছে। সি পি এম আছে। আমি কখনো যাই না। অফিসে গিয়ে ওরা কি কথাবার্ত্তা করে কেউ শুনে না। আমরা ওয়ার্কাররা যাই না। গেলে বলবে কি দরকার? তাই যাই না।

প্রশ্ন ঃ আপনার কাছে কি ইউনিয়নের সদস্য এসেছিলেন?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ লিডার কি গোয়েঙ্কাতে কাজ করে?

উত্তর ঃ উয়াদের সব রকমের ধান্ধা। কোলিয়ারিতে উয়াদের দেখতে পায় নাই। ওদের সর রকমের ধান্ধা তারাই লিডার। কমসে কম প্রতিদিন ১৫০-২০০ ট্রাক কয়লা নিয়ে বেরোয়। ওটা কুয়াখাদান থেকে। তাছাড়া এদিক সিদিক সাইডিং থেকে, ওদেরও কোলিয়ারি আছে শুনি -- যাই নাই কোনদিন।

প্রশ্ন ঃ শুনেছিলাম ওখানে যাদের জমি গেছে তারা চাকরি পেয়েছে? তারা ঘেরাও ডেপুটেশন করেছিল -- কাগজে পড়েছিলাম। সে বিষয়ে আপনি কিছু জানেন?

উত্তর ঃ ঘেরাও করেছিল। বলেছিল আমাদের চাকরি দাও।

প্রশ্ন ঃ মাইনে বাড়ানো নিয়ে কিছু হয়েছিল?

উত্তর ঃ ইউনিয়নই বলেছিল এই পয়সা দিতে হবে। ইউনিয়ন মিলেই করছে।

প্রশ্ন ঃ ইউনিয়ন কবে তৈরী হল জাননে?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হবেন?

উত্তর ঃ যুক্ত হয়ে কি হবে - - - দিল দিল না দিল চলে এলাম।

প্রশ্ন ঃ ইউনিয়ন কেন তৈরী হয়?

উত্তর ঃ বলতে পারবো না। ইউনিয়ন করতে হলে নোকরি চলে যাবে।

প্রশ্ন ঃ এই রকমভাবেই কি আপনাদের চলবে? কি মনে হয় আপনাদের ভাল হওয়ার কি কোন আশা আছে?

উত্তর ঃ কিছু ভাল হবার আশা নেই।

প্রশ্ন ঃ আপনি আর কতদিন চাকরি করতে পারবেন?

উত্তর ঃ যতদিন ভগবানের ইচ্ছা।

প্রশ্ন ঃ আপনার কোন ধরনের অসুস্থতা আছে? বুকের সমস্যা - যেমন হয় কয়লা খনিতে কাজ করলে?

উত্তর ঃ না

প্রশ্ন ঃ - - - - ? আপনারা কি পাবেন?

উত্তর ঃ পি এফ টা পাবো।

প্রশ্ন ঃ পেনশান কিছু? ওরা দেবে?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ ব্যাঙ্কে টাকা রাখেন বা মাসে ১০ টাকা রাখা এসব কিছু করেন?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ হঠাৎ বাচ্চাদের শরীর খারাপ হলে কি করেন?

উত্তর ঃ ধার করি।

প্রশ্ন ঃ এর মধ্যে আপনাদরে বাড়িতে বড় ধরনের কোন অসুখ হয়েছিল?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ মেয়েরা কি করে? খেলাধুলা?

উত্তর ঃ ঘরের কাজ।

প্রশ্ন ঃ বাইরে কাজ করতে যায়?

উত্তর ঃ না।